প্রথম আলো
রোববার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

# সুন্দরবনে কীটনাশক প্রয়োগে মাছ শিকার

**সুমেল সারাফাত,** মংলা (বাগেরহাট)

সুন্দরবন ও সংলগ্ন বিভিন্ন খাল, নদ-নদীতে কীটনাশক প্রয়োগ করে অবৈধভাবে মৎস্য শিকার করছে জেলে নামধারী একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত। এভাবে মাছ শিকার করায় সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ ও জলজ প্রাণী ধ্বংসের মুখে পড়েছে।

কতিপয় মৎস্য আড়তদার, দাদনদাতা ও স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির মদদে দিনের পর দিন এভাবে মাছ শিকার চলছে। অধিকাংশ সময়ে দুর্বৃত্তরা বন বিভাগের সহায়তায় এ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই ও শরণখোলা—এ দুই রেঞ্জেই দিনের পর দিন দুর্বৃত্তরা এ অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। চাঁদপাই রেঞ্জেই মৎস্য দস্যুদের অপতৎপরতা তুলনামূলক বেশি।

সূত্র জানায়, দুর্বৃত্তরা বনে ঢোকার সময় তাদের নৌকায় লুকিয়ে রোটেনন, পেসকিল, ডায়াজিনন, রিপকর্ড, ফাইটার, মার্শাল, ওস্তাদ ও ক্যারাটে জাতীয় কীটনাশক নিয়ে যায়। জোয়ার শুরু হওয়ার কিছু সময় আগে এসব কীটনাশক চিড়া, ভাত বা অন্য কিছুর সঙ্গে নদী ও খালের পানির মধ্যে তারা ছিটিয়ে দেয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ওই এলাকায় থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ নিস্তেজ হয়ে ভেসে ওঠে। দুর্বৃত্তরা পরে এসব মাছ ধরে বাজার ও আড়তে বিক্রি করে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী বলেন, 'এ জাতীয় কীটনাশক যেখানে প্রয়োগ করা হয়, সেখানে ছোট-বড় সব প্রজাতির মাছ মারা যায়। এসব কীটনাশকমিশ্রিত পানি ভাটার টানে যখন গভীর সমুদ্রের দিকে যায়, তখন সেই এলাকার মাছও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেসব কীটনাশক এখানে প্রয়োগ করা হয়, তার বিষক্রিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকায় চার মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত থাকে। এর চেয়ে সর্বনাশা কাজ আর কিছুই হতে পারে না।'

মংলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিজানুর রহমান বলেন, 'এসব কীটনাশকমিশ্রিত বিষাক্ত পানি পান করলে বাঘ, হরিণ, বানরসহ সব বন্য প্রাণীই মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে পারে। এ ছাড়া এর ফলে উপকূলীয় এলাকায় মানুষের পানীয় জলের উৎসগুলোও বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। সুন্দরবনসংলগ্ন নদ-নদীগুলো ইলিশশূন্য হয়ে পড়ছে।'

মৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়দতার সূত্রে জানা যায়, মংলার আড়তদার লোকমান, সলেমান, বারেক, অহিদুজ্জামানসহ আরও কয়েকজন জেলেদের মোটা অঙ্কের টাকা দাদন দিয়ে এ কাজে উৎসাহ জোগান। আড়তদার অহিদুজ্জামান, লোকমান, সলেমান ও বারেক তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমরা জেলে নামধারী এমন দুর্বৃত্তদের দাদন দিই না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জে যেসব খাল রয়েছে, এগুলোর মধ্যে ছয়টি খালে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক বনজীবী জানান, বনের সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের অসাধু বনরক্ষীদের প্রতি গোনে (দু সপ্তাহ) নির্দিষ্ট হারে টাকা ঘুষ দিয়ে জেলে নামধারী দুর্বৃত্তরা অবাধে এসব খালে কীটনাশক দিয়ে মাছ শিকার করছে।

তবে পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, 'আমাদের বনকর্মীরা এর সঙ্গে জড়িত নন। যারা কীটনাশক প্রয়োগ করে এসব নিষিদ্ধ খালে মাছ ধরে, তারা অবৈধভাবে বনে ঢোকে। আমাদের কাছে অভিযোগ আসামাত্রই আমরা তাদের আটক করি।'

সুন্দরবনের পূর্ব বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মিহির কুমার দো বলেন, বন বিভাগের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, 'মাছ বিষ অথবা কীটনাশক দিয়ে ধরা হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা আমাদের নেই। ফলে অনেক সময় প্রমাণের অভাবে এই দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।'